দৈনিক [illegible]িলাব

13 NOV 1998
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৭

34

শিক্ষা বিস্তারে ফজলুল কাদের চৌধুরী ফাউন্ডেশনের অবদান

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জীবন যাত্রার অন্যতম মৌলিক অধিকার- শিক্ষার চাহিদা সীমিত সরকারী সম্পদে মিটানো আজকের যুগে প্রায় অসম্ভব। বিশেষ করে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বসবাস্ গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার অবকাঠামোগত পশ্চার্দপদতা খুবই লক্ষ্যণীয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত, অর্থাভাবে অবহেলিত শত শত বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চরম প্রতিকুলতার মাঝে অপ্রতুল অপর্যাপ্ত অবস্থায় শিক্ষাদান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ, মানবকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এ দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দুরূহ ব্যাপার।

চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী ফাউন্ডেশন প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার অবকাঠামোগত উন্নয়নে রেখে যাচ্ছে উল্লেখযোগ্য অবদান। চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানা সদরে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাউজান ছালামত উল্লাহ্ উচ্চ বিদ্যালয়। দীর্ঘদিন ধরে এ বিদ্যালয়টি পর্যাপ্ত সরকারী অনুধানের অভাবে অপর্যাপ্ত মাটির ঘরের অবকাঠামো নিয়ে প্রতিকূলতার মাঝে শিক্ষাদান কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। ক্রমবর্ধমান ছাত্র-ছাত্রীর চাপের মুখে অর্থাভাবে পতিত প্রতিষ্ঠানটির ওপর ফজলুল কাদের চৌধুরী ফাউন্ডেশনের মহানুভব দৃষ্টি না পড়লে আজ এত বড় পরিবর্তন সাধিত হত না। অতি সম্প্রতিক এ বিদ্যালয়ে ফজলুল কাদের চৌধুরী ফাউন্ডেশনের সার্বিক অর্থায়নের নির্মিত হয় এক সুদৃশ্য দ্বিতল ভবন।

তদানীন্তন জাতীয় পরিষদের স্পীকার, অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট জননেতা এ, কে, এম ফজলুল কাদের চৌধুরীর কর্মময় জীবনের স্মারক স্বরূপ বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সর্বসম্মতিক্রমে এর নামকরণ হয় 'ফজলুল কাদের চৌধুরী ভবন'। ২৪০০ বর্গফুট আয়তাকারের এই ভবনের নীচ তলায় চারটি শ্রেণীকক্ষ এবং উপরের তলায় মিলনায়তন-কাম-শ্রেণীকক্ষের কাঠামো বিদ্যমান। এ ভবনে রয়েছে পাঠদানের আধুনিক সব সুযোগ-সুবিধা।

গত ১৭ অক্টোবর, বিশিষ্ট বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিত্ব, শিল্পপতি ফজলুল কাদের চৌধুরীর দ্বিতীয় তনয় আলহাজ সাইফুদ্দিন কাদের চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত ভবনের নাম ফলক উন্মোচন করেন

সদস্য নাফিউর রহমান খান, মুরশাদ সুবহানী, জহুরুল ইসলাম, এবিএম ফজলুর রহমান, কালাম সিদ্দিক এবং দৈনিক ইছামতির মোসতাফা সতেজ, ছিফাত রহমান সনম, স. ম সাজেদুর রহমান প্রমুখ।